আলমডাঙ্গায় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সঙ্গে মেয়ের প্রার্থীর মতবিনিময়

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী, উপজেলা বিএনপির নেতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবক হাসিবুল হক লিপু। এ সময় তিনি শিক্ষক সমিতির কার্যালয়ের উন্নয়নের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান করেন।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উপজেলা শাখার সভাপতি ইকবাল উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন হাসিবুল হক লিপু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “যারা আমাদের সন্তানদের সুশিক্ষিত ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের প্রতি সমাজের কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। শিক্ষকরা একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।”

তিনি আরও বলেন, “শিক্ষক সমাজের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মানবিক, শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য।”

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সহ-আইনবিষয়ক সম্পাদক ইসতেশার মো. ফিরোজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীন, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সহসভাপতি জহুরুল হক, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, অর্থবিষয়ক সম্পাদক আনিসুজ্জামান এবং উপজেলা যুবদল নেতা খ. আব্দুল কাদের।

এ ছাড়াও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে মেহেরপুরে বিএনপির মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে “বিএনপির অঙ্গীকার” শীর্ষক মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ আহমেদ। সভা পরিচালনা করেন পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সভায় বক্তারা বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নে বিএনপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশ পরিচালনায় এ সনদের মূল চেতনাকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দলটি বদ্ধপরিকর।
এসময় ব্যাপক প্রচারের অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ এবং নেতাকর্মীদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমান আহমেদ ও ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাপি, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাসসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মেয়র পদপ্রার্থী লিপুর মতবিনিময়

আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র পদপ্রার্থী হাসিবুল হক লিপু গণমাধ্যমকর্মী ও মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্টদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন।

আজ শনিবার রাত ৯টায় আলমডাঙ্গা জিস কমিউনিটি সেন্টারে আনন্দঘন পরিবেশে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবক ও চ্যানেল ডি অ্যান্ড চেয়ারম্যান হাসিবুল হক লিপু আগামী পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে অংশগ্রহণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে আধুনিক, উন্নত, বাসযোগ্য ও মানবিক নগরীতে রূপান্তর করে একটি মডেল পৌরসভা গড়ে তুলতে চান।

জানা গেছে, হাসিবুল হক লিপু আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে। বর্তমানে তিনি উপজেলা বিএনপির প্রবাসী কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবে নিজস্ব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের বহু যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত আলমডাঙ্গা পৌরসভার অনুন্নত ও অপরিকল্পিত নগরায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। এর জন্য দরকার সুপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা ও উন্নত নগর পরিকল্পনা। আলমডাঙ্গা শহরের উন্নয়নে আমার কিছু পরিকল্পনা রয়েছে, যা নির্বাচিত হলে বাস্তবায়ন করতে চাই।”

মুজিবনগরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়।

মতবিনিময় সভায় উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, জুলাই যোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে পাঠ করেন উপজেলা পরিষদের ইমাম মতিয়ার রহমান, পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন শ্যামল কুমার পাল এবং পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেন সিস্টার মালতি মালো।

ধর্মগ্রন্থ পাঠ শেষে নবাগত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের শিক্ষা ও কর্মজীবন এবং মুজিবনগর উপজেলার ওপর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “আপনাদের কথা শুনেছি এবং নোট নিয়েছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে উত্থাপিত সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নিতে।” তিনি আরও বলেন, “মেহেরপুর জেলাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনারা আমার পাশে থাকবেন এই আশা রাখি।”

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের আমির খান জাহান আলী, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, এনসিপি নেতা আরিফ খান, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের

সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, ভবেরপাড়া ক্যাথলিক চার্চের ফাদার রথুজন সরকার, মুজিবনগর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ধীরেন কুমার হালদার, উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদ হোসেন এবং গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌমিতা আহমেদ লাবিবা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মতবিনিময়

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২০ এপ্রিল) সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ হল রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়।

মতবিনিময় সভায় উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, জুলাই যোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, মাদক একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজ ও তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি মাদক নির্মূলে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর অবস্থানের কথা জানান। মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, “মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে প্রশাসন একা নয়, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং

সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।”

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, “ডিজিটাল যুগে তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। গুজব, ভুয়া তথ্য এবং অনলাইন আসক্তি থেকে দূরে থাকতে সবাইকে সচেতন হতে হবে।”

সভায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়ন বিষয়ক মতামত তুলে ধরেন। জেলা প্রশাসক উপস্থিত সবার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

জেলার ৫৫ হাজার ৫২৩ শিশুকে দেওয়া হবে হামের টিকা

মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলা ও মেহেরপুর পৌরসভার টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে জেলার ৫৫ হাজার ৫২৩ শিশুকে দেওয়া হবে হাম-রুবেলা টিকা।

সারাদেশে হামের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তে আগামীকাল সোমবার থেকে আগামী ১১ কর্মদিবস এ টিকা দেওয়া হবে। ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের এ টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

আজ রবিবার বিকালে মেহেরপুর সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে হাম-রুবেলা টিকা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান সিভিল সার্জন ডা. একেএম সাইদ হোসেন।

মতবিনিময় সভায় সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, মেহেরপুর জেলায় ৩ হাসপাতাল ও ৬৩৬টি ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৫ হাজার ২৫৩ জন শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হবে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১৮ হাজার ২৮, গাংনী উপজেলায় ২৫ হাজার ১৬২, মুজিবনগর উপজেলায় ৮ হাজার ২২১ এবং মেহেরপুর পৌরসভায় ৩ হাজার ৮৫২ শিশুকে এ টিকা

দেওয়া হবে। যে সকল শিশুর ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে এবং ৪ বছর ১১ মাস ২৯ দিন বয়স সে সকল শিশুকে এ টিকা দেওয়া হবে। তবে, যে সকল শিশু বর্তমানে হামে আক্রান্ত হয়ে বা অন্যকোন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন তাদের এ টিকা দেওয়া হবে না। তারা সুস্থ হলে পরবর্তিতে টিকা পাবে। এছাড়া যাদের এর আগে হাম হয়েছে এবং টিকা নিয়েছে তারাও এ টিকা নিতে পারবে।

তিনি আরও জানান, মেহেরপুর জেলায় ১৪৪ জন হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন ৬৯ জন। মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হামের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। সেখানে রোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিভিল সার্জন বলেন, প্রতি চার বছর পরপর হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০ সালে শেষবারের মত হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন হয়েছে। পরবর্তিতে ২০২৪ সালে ক্যাম্পেইনটি হয়নি। তিনি বলেন, তবে অন্যান্য টিকাদান কর্মসূচির মত হাম-রুবেলার টিকা নিয়মিত প্রদান করা হয়, মেহেরপুর জেলাতেও নিয়মিতভাবে এ টিকাদান কার্যক্রম করা হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, স্টার নিউজের ব্যুরো প্রধান রাশেদুজ্জামান, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। মতবিনিময়ে মেহেরপুরে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা অংশ নেন।

শুধু ভালো রেজাল্ট হলেই হবে না, সত্যিকারের মানুষ হতে হবে

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন বলেছেন, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একশ্রেণীর

শিক্ষার্থী শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান বা মর্যাদা দেয় না, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, একজন শিক্ষক তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের জায়গা থেকে শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বকাঝকা করেন বা পড়ালেখায় চাপ প্রয়োগ করেন।

তিনি আরও বলেন, কিন্তু একশ্রেণীর অভিভাবক ও শিক্ষার্থী এ বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন, যা অনভিপ্রেত। তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শিক্ষার্থীদের শুধু ভালো রেজাল্টের দিকে মনোযোগ না দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান (বেসিক নলেজ) অর্জনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কম পাশের হার লক্ষ্য করা যায়। অনেক শিক্ষার্থী অন্যান্য বিষয়ে ভালো করলেও ইংরেজি বিষয়ে ন্যূনতম নম্বর না পাওয়ায় অকৃতকার্য হয়ে থাকে। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় খাতার টপশিটে বিভিন্ন ভুলের কথাও তিনি তুলে ধরেন।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি দেশের অভ্যন্তরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স সম্পন্ন করার পর বিদেশে যাওয়া উচিত বলে তিনি মত দেন। বিশেষ করে অভিভাবকদের আর্থিক বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিদেশে পড়াশোনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেন।

তিনি বলেন, শুধু এ প্লাস বা ভালো ফলাফল করলেই চলবে না, পাশাপাশি ভালো মানুষও হতে হবে। বাবা-মা, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। একজন ভালো ছাত্রের চেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন ভালো ও দায়িত্বশীল মানুষ হওয়া।

তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনীতে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে তিনি সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি,

নার্সিং ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি কক্ষ ও ক্লাসরুমসহ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

পরিদর্শন শেষে সন্ধানীর কনফারেন্স রুমে শিক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ হাসানুজ্জামান বিশ্বাস ও সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শাহনাজ পারভিন সুমী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজ শাখার একাডেমিক প্রধান রাজু আহমেদ।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে উপাচার্য উচ্চশিক্ষা ও দেশ-বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্যকে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মেহেরাব হোসেন সামি, মৌমিতা আক্তার এবং দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আরিফ হোসেন লাবিব ও স্নেহা উপাচার্যের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিক্ষা বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে সাবেক চেয়ারম্যান সেলিমের

মতবিনিময় ও ইফতার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
সোমবার বাদ আসর মুন্সিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেহালা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি তাহাজ উদ্দিন মাস্টার, দৈনিক মাথাভাঙ্গার বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক যুগান্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ছড়াকার আহাদ আলী মোল্লা, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য রহমান মুকুল, সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিরোজ ইফতেখার, তানভীর সোহেল, আতিক বিশ্বাস, দৈনিক মাথাভাঙ্গার শিফট ইনচার্জ আলম আশরাফ, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাহিদ হাসান, সহ-সভাপতি সোহেল হুদা ও আব্দুল্লাহ হক, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক শাওন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক সাইফুল ও তানজিদ হিরো, সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জু আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম রোকন, কোষাধ্যক্ষ শাহরিয়ার শরিফ, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক কাজী সোহাগ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রিপন আলী, কার্যনির্বাহী সদস্য সেলিম রেজা, সালাউদ্দিন মুক্তার, কলিন মোর্শেদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আসিরুল ইসলাম সেলিম বলেন, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আগামী দিনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান তিনি। তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে এ বৃহত্তর জনপদের মানুষের সেবা করতে চান।

তিনি আরও বলেন, অতীতে জেহালা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। আগামী দিনেও উপজেলাবাসীর সেবা করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে যেতে চান।

এ সময় তিনি উপজেলাবাসীর দোয়া ও আশীর্বাদের পাশাপাশি সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচনের দীর্ঘ সময়ে সাংবাদিকরা তার পাশে থাকবেন।

কর্মকর্তাদের প্রতি অবৈধ সুপারিশ গ্রহণ না করার আহবান

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খান বলেছেন, জনগণের জন্য যেসব কাজ করা সম্ভব, সেগুলো কোনো ধরনের অবৈধ তদবির (সুপারিশ) বা ফোন ছাড়াই সম্পন্ন করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলার সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপজেলার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা এমপির সামনে তুলে ধরেন।

এমপি বলেন, মেহেরপুর একটি কৃষিপ্রধান এলাকা। কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে আপনাদের সহযোগীতা নিয়ে এখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবেন বলে জানান।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রধানরা তাদের দপ্তরের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী আমির খানজাহান আলী ও সেকেটারি খাইরুল বাশার।

এর আগে সংসদ সদস্য উপজেলায় পৌঁছালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন।

ঝিনাইদহে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহে রমজানে বাজার পরিস্থিতি ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করে কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান। এছাড়াও জেলা জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সাধন সরকার, জেলা ক্যাবের সভাপতি হাফিজুর রহমানসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন।

সেসময় বক্তারা, রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখা, বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা এবং ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বিক্রি বন্ধে কঠোর নজরদারির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি ও ভোক্তাদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ জোরদারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।